কবিকে যেমন জেনেছি

মখদুম আজম মাশরাফী

'নিরালোকে দিব্যরথ' বইটি আমার কবি অগ্রজ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন যখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। সেদিন থেকে এ কবির নামটির সাথে আমার পরিচয়। কবিতার ঝিলিমিলি তারাদের আনাগোনার তখন কেবল শুরু আমার ছোট্ট ছন্দচঞ্চল মনে। শিক্ষিকা মায়ের শাসন-শিক্ষাদানের সব কথোপকথন ছিল মুগ্ধকর ছন্দোবদ্ধ সংলাপে। তাঁর হাসিমুখ স্নেহভরা আদলে কেবল দোল খেতো কবিতার দ্যোতনা । আমাদের সীমান্তবর্তী উত্তরের ছোট্ট লোকালয় ডোমারে ছিল সংস্কৃতি চর্চার প্রানবন্ত পরিবেশ। আমাদের ৯ ভাইবোনের দৈনন্দিনতায় ছিল সে পরিবেশের পরিপূর্ন প্রভাব। কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাট্যাভিনয় এ সবের আনন্দধারায় আমাদের শৈশব কেটেছে সাতার কেটে। ষাট ও সত্তরের দশক রাজনীতির চঞ্চল ও উত্তপ্ত প্রভাবেরও উল্লেখযোগ্য কাল। সে স্পন্দন ডোমারে জাগাতো তুমুল শিহরন। সাহিত্য, রাজনীতি ও মানুষের সম্পৃক্তি তাই ছিল সততঃ উৎসারিত।

সেই বাল্যকালের স্বপ্ন-কল্প ভূবনের আকাশে যে প্রসারিত প্রোজ্জ্বল পঙতিগুলো শরৎ মেঘ ও বর্ষা রংধনুর বিন্যাসে আলোড়িত করে তুলতো আমার বোধ তা ছিল প্রিয় কবির কবিতার ছন্দ ও ভাষা। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রবল উপস্থিতির পাশে শামসুর রাহমানের ব্যতিক্রমী চরনমালার বৈশিষ্ট গভীরভাবে নাড়া দিত অনুভূতির এস্রাজ। কলাপাতা সবুজ মলাটে শাদা রেখায় আঁকা সেই বইটির মুখ আজও আমার স্মৃতিতে জেগে আছে কবিতার প্রতিরুপ রুপে। সে কবিতাগুলি জাগাতো আমার সৃষ্টির নেশামগ্নতা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা শাস্ত্রের অপেক্ষাকৃত রসহীন অধ্যায়নের ভেতরে উষ্ণ-কোমল জায়গা করে নেয় কবিতা চর্চার একান্ত তাগিদ। প্রায় প্রতিদিন কিছু না কিছু নিয়ে কবিতা লিখি। লেখার এ উত্তেজনা যে কি তা এ কবিরই কবিতায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে যথার্থ করে,.. "যখন কবির গভীর মনে অলেখা কবিতা চোখ মেলে চায় নিবিড় উন্মিলনে।"

শামসুর রাহমান সাম্প্রতিককালিন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ট কবি। উভয়বাংলার ভেতরে ও বাইরে মিলিয়ে প্রায় ৪০ কোটি বাঙালির প্রানের বোধ অনুভূতিকে যিনি সুন্দরতম উচ্চারনে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন তিনিই শামসুর রাহমান। বাংলাভাষা যে এত রুপসিনী, এত সুরেলা, এত মধুরধ্বনিময় শামসুর রাহমানের কবিতা পড়লেই কেবল তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর মনোদৃষ্টির অবলোকনের যে প্রাখর্য্য, শক্তি ও শৈলী তা কেবল একান্ত তার নিজের। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বলেছিলেন,.. "সত্য একবার উন্মোচিত হলে তা সহজেই বোধগম্য হয়, কিন্তু সত্য উন্মোচন করাটাই আসল কঠিন কাজ।" শামসুর রাহমানের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে যে সত্য ও রুপ আবদ্ধ হত তা সাধারনের দৃষ্টির আড়াল থেকে এনে তিনি তার অপরুপ ভাষার শিল্পবাহনে উপস্থিত করতেন সবার কাছে। আর তা হয়ে উঠতো কালজয়ী, অপ্রতিস্থাপনীয়।

শামসুর রাহমান এক জ্যোর্তিময় আত্মার নাম। যে গণমানুষের ভূগোল, রাজনীতি ও সমাজ বিবর্তনের তিনি অভিভাজ্য অংশ তার প্রতিটি স্পন্দন তিনি ধারন করেছেন তার সংবেদী বোধে। সে ভারাক্রান্তিকে তিনি বহন করেছেন আপন বেদনায়, আপন গৌরবে। সৃষ্টিশৈলীর

নিপুন কারুশিল্পে তিনি সংবেদনাকে দিয়েছেন সুন্দরতম রুপগরিমা। তিনি যদি হতেন সুরশিল্পী তা হলে হয়তো সে সংরাগ তিনি তুলতেন সেতারের তানে অথবা মোহনীয় কণ্ঠে। কিন্তু কবির মহিমায় ভাষার কারুকাজে তিনি বুনে চলেছিলেন ছান্দসিক গ্রন্থনা।

শামসুর রাহমানের কবিতায় বিধৃত আছে বাঙালি জাতির আত্ম-অন্বেষনের সংগ্রাম চিত্র। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য বলয়ের বাইরে বাঙালি মুসলমানের আত্মঅন্বেষন ও আত্মপ্রত্যয়ের যে অনিবার্য্য ধত্মার শুরু সুফি মোতাহার হোসেন, আব্দুল অদুদ প্রমুখের বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের মাধ্যমে আর কাজী নজরুল ইসলাম, কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদের সাহিত্যউদ্যোগ ও প্রকাশনার মাধ্যমে তার পর্য্যায়ক্রমিক বিকাশের

সুউচ্চতম সফল পরিনতি ঘটে শামসুর রাহমানের প্রবল কবিত্বের শক্তিতে। তাই ৮০ ও ৯০ দশকে ৪০ কোটি বাঙালির কাছে তিনি সসম্মানে স্বীকৃত হন সমকালিন শ্রেষ্ট কবি হিসেবে। এ স্বীকৃতির পেছনে আছে সংকীর্ণ সম্প্রদায় বিভক্তি ও জাতি-বর্ন ভেদ বুদ্ধির অনেক ওপরে তার অধিষ্টান। ভারত বিভাজন, সম্পূর্ন নতুন প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য সংস্কৃতির অবকাঠামো পূনর্নিমানের সেই ক্রান্তি লগ্নে যাঁরা হয়ে উঠেছিলেন সার্বক্ষনিক নিবেদিত কর্মী তার অন্যতম হলেন এই কবি। তার পরে আসে উর্দূ আগ্রাসনের রাজনৈতিক আক্রমন। সেই অপ্রস্তুত, অবিশ্বাস্য বিবমিষার নিকষ দিনগুলিতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহনের যে কঠিন দায়ীত্ব জাতির জন্যে তারা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তা ছিল তুলনাহীন। এ কথা সবারই জানা যে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রতীতি বাঙালি জাতির কালযাত্রার দিকনির্নয়ে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ সবের প্রতিটি উদ্যোগে কবির সততঃ উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।এই কবি বাংলা কবিতার নিজেই একটি ভূবন। তার অমর পঙতিমালা তার অনুপস্থিতিতেও দেবে সমান শক্তি ও প্রেরনা।

কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে কবি মাশরাফীর একান্ত সান্নিধ্য

আমার কবিতাচেতনার প্রতীক পূরুষ ও ছন্দশৈলীর সততঃ শিক্ষক এই কবি চির অধিষ্টিত আমার কবিতাভূবনে। জানি না কতজন পেরেছেন তার শক্তিবলয়ের বাইরে বসে তাকে প্রত্যক্ষ করতে। তার দেহাবসান আমার হৃদয়ে কোন শূন্যতার সৃষ্টি করতে পারে নি। কারন মানুষ মরনশীল কিন্তু তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারই তার প্রবল উপস্থিতি আমাদের সবার জীবনে। এখানেই এই কৃতি ব্যক্তিত্বের কালবিজয়। তাই তিনি কালজয়ী।

ব্যক্তি শামসুর রাহমানকে দেখেছি এক অতি সাধারন মানুষ। কিন্তু তার চোখের জ্যোতিতে ছিল অসাধারন বিশিষ্টতা। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে আমার ছোটভাই জামান মাশরাফীকে সঙ্গে নিয়ে। তার শ্যামলীর বাড়ীতে। তখন আমি প্রকাশ করতে চলেছি

আমার দ্বিতীয় কবিতার বই 'তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। চুড়ান্ত করার আগে তাঁর হাতে দেখতে দিয়েছিলাম ছাপানো পান্ডুলিপিখানি। তিনি খুব যত্ন করে পড়ে পড়ে দেখেছিলেন সেটি। পাশে বসে একান্তে কথা বলেছি। বাড়ীর পরিবেশে আছে অনাড়ম্বর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সহজ সাবলিলতা। মনে মনে যা ভেবেছিলাম ঠিক তেমনি। তখন থেকেই তিনি নানান রোগে ভুগছেন। বাড়ীর নিচ তলাটির প্রধান কক্ষটি বেশ পরিসরের। এটি পুরোটাই লাইব্রেরী। প্রতিটি দেয়ালের আলমারী প্রিয় বইয়ের সংগ্রহে ভরা। সাধারন দোতলা বাড়ীর ওপর তলার একটি অতি সাধারন ঘরে তিনি বসে ছিলেন। একটি ছোট্ট মেয়ে আর একজন তরুনী আত্মিয়া তাকে দেখাশোনা করছে। ডাক্তার হিসেবে আমাকে তিনি ছোটখাটো কিছু প্রশ্ন করেছিলেন উপসর্গ আর ওষুধ বিষয়ে। ১৯৮৪ সাল থেকে দেশের বাইরে থেকেছি। লেখালেখির সুযোগ কমে গেলেও অভ্যাস হারাই নি তা বলে। কিন্তু দেশের লেখালেখির জগতের যোগাযোগগুলো হারিয়েছিলাম। কারন সে সময় পর্য্যন্ত ইন্টারনেট এত সহজলভ্য হয়নি। তিনি লেখায় উৎসাহিত করেছিলেন, নিজেই বলেছিলেন কবি কায়সুল হক সম্পাদিত 'শৈলী' তে লিখতে। তিনি আমার বই এর জন্য একটি ছোট্ট মন্তব্য লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় আর আমার প্রবাস প্রত্যাবর্তনের তাড়ায় তা আর হয়ে ওঠে নি। ফেরার আগে তাঁকে আমি শ্রদ্ধাবসতঃ বলেছিলাম সিডনীতে তাঁর জন্যে সম্ভাব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে তিনি যদি মনে করেন। তিনি স্নিগ্ধ হেসে শুধু ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।'আসাদের শার্ট', 'স্বাধীনতা তুমি', 'দুঃখিনী বর্ণমালা', 'তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা'র কবি শামসুর রাহমান ব্যক্তিজীবনে ছিলেন এক বিনয়ী, নিরহংকার আর লাজুক স্বভাবী মানুষ। তিনি নেই কিন্তু আছে তার শক্তিময় সৃষ্টিসম্ভার যা আগামী দিনের বাঙালির জীবনে যোগাবে আনন্দ, প্রেম ও সংগ্রামের শক্তি।

বিনম্র ব্যক্তিত্বের কোমলতার ভেতরে যে সূর্য্যদীপ্তির তেজ ও উদ্ভাস তিনি ধারন করতেন তাই উৎসারিত হত তার কাব্যভঙ্গিতে, শব্দশৈলীতে আর ভাষা বিন্যাসে। বাঙালি মুসলমান তথা বিশ্ববাঙালির সাহিত্য অভিযাত্রার দীর্ঘ পথে পথে তিনি বহন করেছেন বহুবর্ণে বিভুষিত সৃষ্টির পতাকা। রবীন্দ্রনাথের ও সেকালিন সুবিশাল সাহিত্যসম্ভারে মুসলমান সমাজের অনুপস্থিতিকে তিনি দিয়েছেন পরিপূর্ন সশরীরি উপস্থিতি। 'জায়নামাজের উদার জমিন' অথবা 'হরিদাসির সিঁদুর মুছেছিল..' এর মত চিত্রকল্পের সাবালিল সংযোগ রবীন্দ্রউত্তর কাব্যভাবনাকে দিয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য আর শুদ্ধি। তাঁর কাব্যভঙ্গি কিংবা বিষয় চয়নে অন্য কোন সৃষ্টির প্রভাব নেই যেমন রবীন্দ্রনাথে আছে বাউল গানের। কিন্তু পাবলো নেরুদা কিংবা নাজিম হিকমতের মত আছে তাঁর ক্ষুরধার, দুঃসাহসী রাজনৈতিক চেতনাবিধৃত কবিতার সম্ভার। বিদ্রোহী কবি অগ্নিবীণার মত জাতীয় জ্বালার অনুরনন আছে তার বিষয়বোধে। তবুও এক স্বতন্ত্র প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল লাবন্যে শামসুর রাহমান সমকালিন কবিকুলের শীর্ষ সম্মাননার উষ্ণিশে শোভিত।

ডাঃ মাখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, ২৩ আগষ্ট ২০০৬

লেখক পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন